পঞ্চম ধাপ

বাস্তবমুখী পদ্ধতি

শাস্ত্রবাণীর সৃজনশীল ব্যবহার

ভূমিকা

সৃজনশীল শাস্ত্রবাণীর চিন্তা যখন আমরা করি, তখন তা বাস্তব পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি দিয়েই করি। কারণ ঐশবাণী যেভাবে পবিত্র বাইবেলে সংগৃহীত আছে তা সবাই সমানভাবে বুঝতে পারে না, সে কারণে সৃজনশীলতার বিভিন্নতা প্রয়োজন। বিভিন্ন মাধ্যম, পদ্ধতি, উপায় ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন কিছু সৃষ্টি করা যায়। আর এ নতুন কিছু সৃষ্টি হয় বাস্তবতার আলোকে। সুতরাং "ঐশবাণী" – আমরা তার গুরুত্বসহকারে যেভাবে ব্যবহার করতে চাই, সে কারণেই বিভিন্নতা প্রয়োজন। তা নির্দিষ্টভাবে দু'টি কারণেই প্রয়োজন।

প্রথমত, বিভিন্নতার প্রয়োজন কারণ প্রত্যেকে তাদের মেধা, সক্ষমতা ও ধারণ-ক্ষমতা নিয়ে "ঐশবাণী"প্রতিদিন ব্যবহার করে ঐশরাজ্য সঠিকভাবে প্রবেশ করতে পারে। আমরা সবাই তা একভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না অথচ ঐশবাণী যে সবারই জন্য। তাই যারা ভাল-মন্দ, যারা পড়তে পারে বা না পারে, যারা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, গরীব-ধনী, ছোট-বড় সবার জন্য ঐশবাণী সমান। তাই বিভিন্নভাবে ও উপায়ে আমরা বাণী শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করি যেন ঈশ্বর যে সুখবর সব মানুষকে দিতে আগ্রহী তার থেকে কাউকে বঞ্চিত না করা হয়।

দ্বিতীয়ত, আমাদের বিশ্বাসের যাত্রাপথ সবারই বিভিন্ন। তাই ঐশবাণী উপস্থাপনের জন্য "বিভিন্নতা" প্রয়োজন। আমরা যেন আমাদের চিন্তার ফাঁদে না পড়ি যে, শুধুমাত্র তারাই একটি সঠিক খ্রীষ্টীয় পথে এগিয়ে যাচ্ছে যারা শুধুমাত্র এই ঐশবাণীর সাথে পরিচিত হতে পারে। আমাদের যাত্রাপথে প্রত্যেকের ঐশবাণী শোনার জন্য বিভিন্ন মেধা, শরীরবৃত্তি এবং আবেগের প্রয়োজন আছে। লোকেরা ঐশবাণীর সুখবর বিভিন্নভাবে শুনবে, কারণ আমরা সবাই সমান নই কারণ আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন মনের ও প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন অনুগ্রহদান রয়েছে। যেমন কেউ হয়তো বাণী শুনবে আলোচনার মাধ্যমে কিন্তু অন্যেরা তার অর্থ আবিষ্কার করবে তাদের চোখ ব্যবহার করে। আবার কেহ দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতার সাথে মিল করে বুঝতে পারে, কেহ আবার নাটক, গান, কীর্তন, ছবি ধ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিফলন ঘটাতে পারে। সেজন্য আমরা যদি কোন লোকদের বঞ্চিত করতে না চাই, তাহলে আমাদের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের সমর্থ করে তুলতে হবে। তাদের জন্য ঈশ্বরকে খুঁজে দিতে হবে যিনি তাদের সাথে ঐশবাণীর মাধ্যমে কথা বলেন।

সৃজনশীলতার প্রয়োজন

দ্বিতীয় চাবিটি হলো ঃ ধর্মপল্লীতে সুন্দরভাবে এবং অর্থপূর্ণভাবে লোকদের সাথে ঐশবাণী ব্যবহার করতে সৃজনশীলতা খুব কমই দেখা যায়। যা দেখা যায়, তা শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক উদ্‌যাপনেই সীমাবদ্ধ, যেখানে ঐশবাণী মানুষের অন্তরে গিয়ে পৌঁছে না। যখন আমরা লোকদের কাছে সৃজনশীলভাবে ঐশবাণী খুলি না, তার ফলে অনেকের মনে ধীরে ধীরে এই ধারণা গড়ে ওঠে এবং তারা তখন বিশ্বাস করেন যে, শাস্ত্রবাণী হলো শুধুমাত্র তাদের জন্যেই যারা উচ্চ মেধাবীসম্পন্ন ব্যক্তি তারাই মাত্র পেরে ওঠে অথবা যারা বাইবেলের ধ্যান-ধারণার পারদর্শী তারাই। এ পর্যন্ত আমরা যেভাবে দেখেছি, উচ্চ মেধাসম্পন্ন চিন্তাশীলদের নিকট বাইবেল খুব শক্তিশালী ভাবে দেখা দেয়।

সৃজনশীলতা এবং বৈচিত্রতা দ্বারা আমরা যেভাবে বাণী উপস্থাপন করি, তা অবশ্যই প্রয়োজন। বিভিন্ন পদ্ধতি, কৌশল ব্যবহার করে আমরা ঐশবাণীর এমন স্বাদ দিতে পারি ও একটি স্তরে নিয়ে আসতে পারি, যা

আমাদেরকে একনি নতুন অর্থ দেবে।

এখানে কিছু পদ্ধতি দেখানো হল, কিভাবে ঐশবাণী বৈচিত্রময় সৃজনশীলতা দ্বারা উপস্থাপন করা যায়।

সৃজনশীল শাস্ত্রবাণীর ব্যবহার

ক) চোখের ব্যবহার

১-ছবি মনোনয়ন
২-পোষ্টারের বর্ণনা
৩-ছবি (বাস্তবতা) থেকে অংকন করে নিয়ে
৪-ছবি এঁকে কাঁচি দিয়ে কেটে মিলানো মাধ্যমে।

খ) কানের ব্যবহার ঃ ক্যাসেট/ভিডিও

১-সামসঙ্গীত আবৃত্তি মিউজিকসহ ১৩৯/৮ পরমগীত
২-নাটক (ক্যাসেট)
৩-প্রতিদিন সকালে ১৫মিনিটের প্রার্থনানুষ্ঠান
৪-গীতি-আলেখ্য তৈরী করে
৫-অনুধ্যানমূলক বাণী ধ্যান করে

গ) হাতের ব্যবহার (কাগজ, কলম ও বাইবেল)

১। নীচে দাগ দেয়া পদ্ধতি ঃ শাস্ত্রপাঠটি বড় কাগজে লিখে সামনে টাঙিয়ে দেবেন। শাস্ত্রপাঠ করার পর নীরবতা তারপর এক এক করে সামনে গিয়ে রঙীন কলম দিয়ে যে শব্দটি ভাল লেগেছে তা দাগ দেবে। পরে ঐ দাগ দেয়া শব্দগুলি দিয়ে তারা রচনা লিখবে।

২। বাক্য ব্যবহার করে ঃ শাস্ত্রপাঠ করার পর একজন এসে লিখবে, আমার কাছে খ্রীষ্ট হলো ...
মুক্তিদাতা, প্রভু, আলো, পথপ্রদর্শক, পথ, সত্য ইত্যাদি।
পরে শব্দগুলো নিয়ে খ্রীষ্ট সম্পর্কে একটি রচনা লিখবে।

৩। গল্প লেখা
৪। স্ক্রীপ্ট লেখা

ঘ) নাটক করা/ রোল প্লে (মূক/বাক অভিনয়ের দ্বারা)

১। মুক্তির ইতিহাস নিয়ে
২। মথি ২৫:৩১-৪৬

ঙ) অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার

১। পিতরের খ্রীষ্টবিশ্বাস
২। এম্মাউসের পথে
সহায়ক বই ঃ মাসিক মঙ্গলবার্তা, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৯৯২ –
প্রভুর প্রার্থনা

চ) চোখ, হৃদয় ও হাতে (বাণী ধ্যান পদ্ধতি)

১। আরাধনা (Adoration) ঃ যীশু আমার চোখে (তোমার নাম পূজিত হোক)
২। একাত্মতা (Communion) ঃ যীশু আমার হৃদয়ে (তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হোক)
৩। সহযোগিতামূলক (Cooperation) ঃ যীশু আমার হাতে (তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক)

ছ) কথায় জোর দেয়া (using emphasis)

যোহন ১৫:১৬

১। এই বাক্যটি নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করুন
২। এখন বেশ কিছুক্ষণ বাক্যটি বলুন যেন পরে অসুবিধা ছাড়াই মুখস্থ বলতে পারেন
৩। যখন বাক্যটি বলতে বলতে আপনি সুখ অনুভব করেছেন, তখন অন্য একটি শব্দ "আমি"র উপর জোর দিন
৪। তারপর অন্যান্য শব্দ নিয়ে ঐভাবে করুন
৫। তারপর শেষে চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করুন।

বাইবেল সেবাকাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে বাস্তবায়িত করার কিছু পদ্ধতি

প্রথম পদ্ধতি ঃ

<u>চোখের ব্যবহার</u> ঃ

অনেক সময়ই দেখা যায়, লোকেরা পড়ার চেয়ে চোখের সম্মুখে কিছু দেখলে সুখী হয়। তাই লিখিত কথার চেয়ে দৃশ্যমান কিছু দেখানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মধ্যে অনেকেরই কোন তথ্য গ্রহণ করার জন্য শুধুমাত্র চোখ ব্যবহার করে। যেমন – সংবাদপত্র পড়ার চেয়ে যখন আমরা টেলিভিশনে খবর শুনি তখন পড়ার চেয়ে দেখা ও শোনাই প্রাধান্য পায়। সুতরাং বাইবেলের ব্যবহারের জন্য আমাদের দৃশ্যমান কিছু উপাদান সর্বদা

ব্যবহার করা প্রয়োজন।

অনুশীলনী-১ ঃ ছবি মনোনয় – **আমি কে, এ সম্পর্কে লোকেরা কি বলে ?**

১। প্রথমে তারা গোল হয়ে বসবে গত মিটিং-এর কথা ও নিজেদের খোঁজ-খবর নিতে থাকবে।

২। এক সময় দলনেতা ছোট প্রার্থনা দিয়ে দলীয় কাজ শুরু করবে

৩। নেতা কতগুলি যীশুর ছবি তাদের সম্মুখে রাখবে। প্রতিটি ছবির নম্বর থাকবে

৪। লুক ৯:১৮-২০ পাঠ করবে। পাঠের পর কিছুক্ষণ নীরব থাকবে ও চিন্তা করবে ছবি ও পাঠের মিল কোথায় ?

৫। দলনেতা সবাইকে বলবে, আমরা ছবিটা বেছে নিলাম কেন ? এবং যীশুকে এ সম্পর্কে ছবি কি বলছে ?

৬। অবশেষে দল আলোচনা করবে যে, তাদের সংগৃহীত ছবিগুলো যীশুর সম্পর্কে কি বলে, যা আজকের জীবনযাত্রায় সম্পর্কযুক্ত ?

৭। প্রার্থনা দিয়ে শেষ করবে।

অনুশীলনী ২ ঃ পোষ্টারের বর্ণনা – **আমাদের ভগ্ন জীবন**

১। গত সপ্তাহে কোথায় কি ঘটেছে। তারপর তাদের জীবনে কখন কোন ব্যর্থতা বা ভগ্ন অবস্থা এসেছে কিনা, তা সহভাগিতা করবে। তারা কি রকম অনুভব করে ?

২। নেতা সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা দিয়ে শুরু করবে

৩। দল এখন বড় একটি কাগজে লিখবে তাদের ভগ্ন অবস্থায় তারা কি অনুভব করেছে। এটি করতে হবে আলোচনা ছাড়াই। যেমন কিছু শব্দ ঃ কঠিন, রাগ, কষ্টপূর্ণ, অপরাধী...।

৪। দলকে তখন একটি ভগ্ন পানির কলসী দেখানো হবে কিছুক্ষণ নীরবতায়

৫। এখন দলে সদস্যরা আলাপ করবে যে, ছবিতে তারা কি দেখেছে

৬। দল এখন বাইবেল থেকে একটি ঘটনা (জাখেয়, মেরী মা ালেনা) যারা ভগ্নাবস্থার পর যীশুর সাথে সাক্ষাৎ পায়, তা পাঠ করবে এবং পাঠ শেষ হলে আলোচনা হবে ঃ

– কিভাবে এ লোকেরা ভগ্নাবস্থায় পড়ল ?

– কি কি অনুভব করেছে ?

– কি উপায়ে যীশু তাদের ভগ্নাবস্থা নিরাময় করেছে ?

৭। দল তখন আলোচনা করবে এ পাঠ তাদের নিজেদের ভগ্নাবস্থায় কি শিক্ষা দেয়, যা ঈশ্বরের কাজ হবে।

ছোট প্রার্থনা দিয়ে শেষ করবে।

অনুশীলনী ৩ ঃ ছবি অংকনের মাধ্যমে –

ক। আমাদের জীবন অংকন করি

খ। আমরা সকলেই সেবাকারী

পাঠ ঃ ১ম করিন্থীয় ৩:৫-১৫

১। লোকেরা গত সপ্তাহে তাদের জীবনে কি ঘটেছে, তা আলাপ করবে।

২। নেতা ছোট প্রার্থনা দিয়ে শুরু করবে।

৩। দলটিকে তিনটি ছোট দলে ভাগ করে কাগজ ও রঙিন কলম দেয়া হবে, তারা বর্তমান ধর্মপল্লীর সমাজের একটি চিত্র আঁকবে কিন্তু তারা কি মনে করে বা ভবিষ্যতে কেমন হবে তা এ ছবিতে তুলবে না।

৪। ছবিগুলো প্রদর্শন করবে যেন সবাই দেখতে পায়।

৫। দল এখন আলোচনা করবে তাদের স্থানীয় ধর্মপল্লী সমাজ সম্পর্কে ছবিগুলো কি বলছে।

৬। একজন ১করিন্থীয় ১২:৪-৩১ পদ পাঠ করবে। পাঠের পর কিছুক্ষণ নীরব থাকবে। পরে একজন করে যে অংশ যার ভাল লেগেছে, তা সহভাগিতা করবে।

৭। শাস্ত্রপাঠের পর, পাঠ অনুসারে তারা কি রকম ধর্মপল্লী সমাজ আশা করে, তা তারা আবার অঙ্কন করবে।

অংকনের পর ছবিতে যে কথা বলছে, ভবিষ্যতে ধর্মপল্লী সমাজ কি রকম হতে হবে, কোথায় উন্নতি করতে হবে, তা নিয়ে আলোচনা করবে।

দল থেকে প্রার্থনা দিয়ে শেষ করবে।

অনুশীলনী ৩ (ক) ঃ ছবি অংকনের মাধ্যমে – **আমরা সকলেই সেবাকারী**

পাঠ ঃ ১ম করিন্থীয় ৩:৫-১৫পদ

অনুশীলনী ৩(খ) ঃ ছবি অংকনের মাধ্যমে – **আমাকে হ্রাস পেতে হবে, খ্রীষ্টকে বেড়ে উঠতে হবে।**

পাঠ ঃ মথি ৩:৪-১২

অনুশীলনী ৪ ঃ ছবি মিলানোর মাধ্যমে –

খ্রীষ্টসমাজ ঈশ্বরের দেহ-মন্দির

১। গত সপ্তাহের কথা আলোচনা করবে

২। ছোট প্রার্থনা দিয়ে দলনেতা শুরু করবে

৩। দলকে ৩ বা ৪টি ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। তাদের প্রত্যেকটি দলের জন্য একটি মানুষের ছবি এঁকে তা অনেকগুলো টুকরো করে প্রত্যেকটি মানুষের পূর্ণ ছবি থেকে এক অংশ লুকিয়ে রাখতে হবে। পরে একটি করে সেট এক এক দলে নিয়ে বসবে।

৪। এবার প্রতি দল নীরবে তাদের ছবি মিলাবে। যাদের মিলবে না তারাও শেষ করবে।

৫। এবার ছবি মিলানোর অবস্থা আলোচনা করবে।

৬। শাস্ত্রপাঠ করবে ঃ ১ম করিন্থীয় ১২:১২-২০, পাঠের পর নীরবতা এবং শাস্ত্রপাঠ ও ছবি সাজানো নিয়ে আলোচনা হবে।

৭। কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা –
- তোমরা কি করলে ? সম্পূর্ণ ছবিটা করতে পারলে কি ?
- না পারলে, কেন পার নি ? এ কাজটি করে তোমরা কি বুঝলে ?
- খ্রীষ্টসমাজ ঈশ্বরের দেহমন্দির কাজের সাথে পাঠের মিল আছে
- কখন খ্রীষ্টসমাজ ঈশ্বরের দেহমন্দির হয় না ?

সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা দিয়ে শেষ করুন।

<u>কানের ব্যবহার ঃ</u>

আমরা সবেমাত্র সাত দৃশ্যমান উপাদান/কাজ নিয়ে ঐশবাণীকে সৃজনশীল করার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছি। সেই একই ভাবে কানের ব্যবহারও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লোকেরা একে অপরের কাছ থেকে শুনে শিখে; তারা গান, নাটক, কবিতা ও পাঠ শুনে শুনে শিখে।

সামসঙ্গীত ১৩৯
ভগবানের শর্তহীন অগ্রাধিকার

ভূমিকা

সামসঙ্গীত ১৩৯-এর মাধ্যমে আমরা "ভগবানের শর্তহীন অগ্রাধিকার" সম্বন্ধে অবগত হতে পারি।

এই সামসঙ্গীতটি এমন একটা প্রার্থনা, যার মাধ্যমে সামসঙ্গীত রচয়িতা অতি ব্যগ্রচিত্তে ভগবানের সাথে ও তার নিজের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেতন হয়ে উঠেছেন।

সামসঙ্গীত রচয়িতা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ এবং তাঁর বিস্ময়কর ক্ষমতা জ্ঞান এবং বাস্তব উপস্থিতির অভিজ্ঞতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন।

ভজন ঃ নন্দিত তুমি, বন্দিত ভগবান - ৮৭৮

বৎস ঃ ওগো ভগবান, আমার বিনতিতে কর্ণপাত কর তুমি;
আমার এ ডাক শোন, প্রভু, শোন তুমি;
আমি যে তোমার সাথে অন্তরের দুটি কথা বলতে চাই।

ভগবান ঃ হে আমার বৎস, বল, বল
আমি যে তোমারই জন্যে অপেক্ষা করছি কতকাল;
এস, আমার কাছে এসো,
সব কথা খুলে বল আমার কাছে,
যা তুমি বলতে চাও , তা আমি অধীর আগ্রহে শুনব।

বৎস ঃ হে ভগবান, তুমি শুধু ভয়ঙ্কর সৃজনকারীই নও এবং
বিশাল নিখিল জগতের প্রভুই নও কিন্তু তুমি যে সর্বব্যাপী,
সর্বভূতে বিরাজিত দৃষ্টি ব্যাপৃত রেখে চির বিদ্যমান ঈশ্বরই শুধু।

ভগবান ঃ হ্যাঁ, বৎস আমি তো তাই;
ধর, আমি সৃজনকারী,
তাহলে আমি আমার সর্বসৃজনকে জানি ও

তার মধ্যে উপস্থিতও রয়েছি।
প্রতিটি সৃষ্টিই তো আমার থেকেই এসেছে।
আমি তো তোমার সর্বস্বই জানি
এবং তোমার মধ্যেই আছি, কেননা তুমিও আমার।
তুমি যে ভাবে কল্পনা করতে সাহস কর
আমি তার চেয়েও অন্তরঙ্গভাবে তোমার সাথে যুক্ত রয়েছি।
আমি দিবা ও রাত্রের প্রতিটি মুহূর্তকালে তোমাকে দৃষ্টিপাত করেছি।
তোমার কথা বলার আগেই তো,
শুধুমাত্র আমি একাই জানতে পারি, তোমার সামগ্রিক ভাবনা-চিন্তা।

গান ঃ অমৃত লোক জাগে চিত্ত মাঝে

বৎস ঃ সারাদিন প্রতি মুহূর্তে তুমি আমাকে দৃকপাত কর
এবং যখন আমি নিদ্রাগমন করি তখনও তুমি আমাকে দৃকপাত কর ?
এবং তুমি আমার প্রতিটি ভাবনা-চিন্তা জান ?
তুমি তো আমাকে পরীক্ষা করে আমাকে জানতে পেরেছ;
তুমি জান, যখন আমি দাঁড়িয়ে আছি,
অথবা বসে আছি,
দূর থেকে তুমি অনুধাবন কর আমার চিন্তাধারা,
আমি পথ চলছি বা শুয়ে আছি, তা তুমি লক্ষ্য করছ
আমার আচার-ব্যবহার তুমি জান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

ভগবান ঃ হে আমার বৎস, তুমি কি মনে প্রাণে বিশ্বাস কর যে,
আমি তোমাতে উপস্থিত রয়েছি ?

বৎস ঃ ওগো ভগবান আমি তোমাকে দেখতে পাই না,
কিন্তু কতগুলো মুহূর্ত আসে,
যখন আমি তোমার উপস্থিতি উপলব্ধি করি।
আমার জিহ্বায় বাক্য স্ফুরিত হওয়ার পূর্বেই,
তুমি জান আমার বক্তব্য।
অগ্র এবং পশ্চাতে তুমি বেষ্টন কর আমাকে,
তোমার হস্ত দ্বারা তুমি আমার কর রক্ষা।
তোমার অপার জ্ঞান আমার দুর্বোধ্য,
এত ঊর্ধ্বে উপনীত হতে পারে না আমার বোধশক্তি।

ভগবান ঃ হ্যাঁ, আমার বৎস,
তুমি যে দিকেই গমন কর, আমি সেখানেই
তোমার সম্মুখে থাকি।
ধর, একটি নজর বেষ্টনীর মত,
তোমার চতুর্পার্শ্বে আমি অবস্থিত।
আর দেখ তোমার বিপদ-আপদের হাত থেকে
ঢালের ছায়া দিয়েই রক্ষা করে চলছি আমি।
হে আমার প্রিয়তম, আমি যে কত অন্তরঙ্গভাবে
তোমার সাতে মিলে আছি, তার ধারণা
তোমার একটুও নেই।

গান ঃ তোমারে ছাড়িয়া কোথা যাব প্রভু

বৎস ঃ হ্যাঁ, প্রভু ভগবান,
তোমার সর্বসত্ত্বাবৃত্ত উপস্থিতিই আমাকে ব্যর্থ করে দেয়;
আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারি না যে,
কেন আমি তোমার দৃষ্টিতে এত গুরুত্বপূর্ণ।
তুমি আমার প্রতিটি চলনভঙ্গী দৃকপাত কর,
এমন কি আমার হৃদয় গভীরের সবচেয়ে গোপনীয় ভাবনাটি পর্যন্ত জেনে ফেল।
"আমি কি পারব এড়িয়ে যেতে তোমার আত্মাকে ?
তোমার উপস্থিতি থেকে কোথায় পলায়ন করব আমি ?
যদি স্বর্গে আরোহণ করি, সেখানেও তুমি আছ,
যদি যাই নিম্নতম স্থলে সেখানেও তুমি।
যদি পলায়ন করি সূর্যের উদয়াচলে,
অথবা সমুদ্র অতিক্রম করে যাই পশ্চিম অভিমুখে,
তবুও তোমার হস্ত আমাকে করবে পরিচালনা,
তোমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করবে আমাকে"।
তবে কি তোমার সর্বসত্ত্বাবৃত্ত উপস্থিতি থেকে এবং
তোমার সর্বময় বিরাজিত দৃকপাত থেকে আমার কোন নিষ্কৃতি নেই ?

ভগবান ঃ ওহে নির্বোধ, কোন নিষ্কৃতি নেই, নিষ্কৃতি নেই।
কেনই বা তুমি আমা থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাও,
যিনি তোমাকে তাঁর নিজের জন্য গড়ে তুলেছেন ?

"আমিই, প্রভু ভগবান" কি সিনাই পর্বতে নিয়ম সন্ধি স্থাপন করি নি ?
আমি যেন নিজেকে আমার কাছে দান করতে পারি, তুমিও যেন নিজেকে আমার কাছে দান করতে পার ?
তবে কেন তুমি নির্বোধের মত আমার থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাও ?

বৎস ঃ তা হলে অন্ধাকারেও কি তোমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন পথ নেই, ভগবান ?

ভগবান ঃ হে বৎস, তুমি তো আমার কথা শুনছ না।
তোমাকে বলেছি, আমার থেকে নিষ্কৃতি নেই।
আমার কাছে তো অন্ধকারের এমন কোন বাস্তবতা নেই
কারণ আমার উপস্থিতি যে আলোই।

বৎস ঃ তবে বাস্তবিকই অন্ধকার ও তোমা থেকে আমাকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না।
"যদি আমাকে আচ্ছন্ন করার জন্য আহ্বান করি অন্ধকার
এবং রাত্রিকে পরিণত হতে বলি আলোকে,
সে অন্ধকার তোমার নিকট হবে না আলোকহীন,
রাত্রি হবে দিবসের ন্যায় উজ্জ্বল ।"

গান ঃ আলো ফোটে আঁধার নামে

(সাম রচয়িতার ভাবনা এখন সৃষ্টির দিকে মোড় নিচ্ছে)

বৎস ঃ ওগো ভগবান, এই যে নিখিল জগৎ তুমি সৃষ্টি করেছ
তা আমাকে বিস্ময়ে বিহ্বল করতে থাকে।
কিন্তু আমাকে যা আরও অত্যধিক বিস্ময়াভিভূত করে,
তা হল, যেভাবে তুমি আমাকে গড়ে তুলেছ।
"তুমি সৃষ্টি করেছ আমার অন্তরাত্মা,
তুমি আমাকে সংগঠিত করেছ আমার মাতৃগর্ভে।
এই সমস্ত আশ্চর্য কাজের জন্য তোমাকে জানাই ধন্যবাদ।
তুমি আশ্চর্যময় – আশ্চর্যময় তোমার ক্রিয়াকলাপ।
তুমি আমাকে জান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ।
যখন গর্ভের অন্তরালে গোপনে আমি গঠিত হয়েছি,
তখন তুমি দেখেছ আমার অস্থি তৈরী হতে।"

ভগবান ঃ হ্যাঁ, আমিই তোমার মাতার গর্ভের অন্তরালে,
তোমাকে রচনা করেছিলাম
আমার সৃজনশীল ক্ষমতা নিয়েই তোমাকে দিয়েছিলাম জীবন।
যেহেতু তুমি আমার হাতের সৃজন,
সেহেতু তোমার বেঁচে থাকার দিনগুলো
আমার হাতেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।
যখন তুমি তোমার মায়ের গর্ভে ছিলে ঠিক তখনই আমি তোমার জীবনের জন্য পরিকল্পনা করেছিলাম।

বৎস ঃ হ্যাঁ, প্রভু ভগবান।
"সূক্ষ্মভাবে তুমি পরীক্ষা করেছ আমার প্রতিটি কাজ
সবকিছু লিপিবদ্ধ আছে তোমার পুস্তকে।
দিন সূচিত হওয়ার বহুপূর্বে।
সূচিবদ্ধ এবং নির্ধারিত হয়েছে আমার দিনসমূহ।

ভগবান ঃ সবই সত্য।
এমন কি আর কিছু আছে যা তুমি আমাকে বলতে চাও ?

বৎস ঃ হ্যাঁ, ভগবান।
"তোমার চিন্তাধারার তাৎপর্য গ্রহণ করা কত কঠিন।
কত অগণ্য তাদের সংখ্যা।
সেগুলি বালুকণা অপেক্ষা অধিক গণনায়
আমি অক্ষম এবং যদি পারতাম
তবুও আমি থাকতাম তোমার মধ্যে নিবদ্ধ।"
(অপ্রত্যাশিত ভাবে এখানে প্রার্থনার মূলসুর পরিবর্তন হয়েছে)

বৎস ঃ ওগো প্রভু ভগবান !
কিভাবে লোকেরা তোমার মত একজন পরমেশ্বরকে অবমাননা করে এবং
তোমার আদেশগুলো সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করে, উপেক্ষা করে ?

তারা যে আরও অনেকজনকে এমনকি আমাকেও তোমার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করতে উৎসাহিত করে,
তা দেখে আমার সব রেগে উঠে।
কত অবজ্ঞাপূর্ণ মিথ্যা কথা ওরা বলে বেড়াচ্ছে।
কিভাবে তুমি এ সকল লোকদের সহ্য করতে পার ?
"ঈশ্বর তুমি যদি দুষ্টদের ধ্বংস করতে
এবং আমার নিকট হতে দূল করে দিতে রক্তপিপাসুদের।
কারণ তারা তোমার চিন্তাধারা মূল্যহীন মনে করে ।"

ভগবান ঃ হে আমার উদ্বিগ্ন বৎস।
এখন এ সমস্ত কি কথা বলছ ?

বৎস ঃ আমি এ ধরনের লোকদের ঘৃণা করি, প্রভু,
কারণ যে তোমাকে ঘৃণা করে ।
তোমার শত্রুই আমার শত্রু।
"প্রভু, যারা তোমাকে ঘৃণা করে,
আমি কি তাদেরকে ঘৃণা করি না ?
সর্বান্তকরণে আমি তাদের ঘৃণা করি,
তাদের মনে করি আমার নিজের শত্রুরূপে।"

ভগবান ঃ আমার বৎস,
তুমি কি এখনও বিশ্বাস কর না যে আমি
আমার এ নিখিল জগতকে নিয়ন্ত্রণে রাখি ?
তাহলে আমাতে কি তোমার কোন আস্থাই নেই ?
এ মুহূর্তে কিছু সময়ের জন্য নীরব থাক,
এবং স্মরণ কর যে, "আমিই প্রভু ভগবান"।

বৎস ঃ হে আমার অন্তরতম প্রভু,
আমি বড়ই দুঃখিত যে, তোমার প্রতি আস্থা হারিয়েছি।
সেজন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাই।
আমার অন্তরে তাকাও প্রভু
এবং দেখ আমি যেমন আছি
তুমি যেমন আমাকে জান,
তেমনিভাবে আমার আপন সত্ত্বাকে
জানতে আমায় সাহায্য কর।
আমার ক্রোধান্বিত চিন্তায় আমাকে চেতনা দান কর এবং
তার সমস্ত চাতুরী ও হিংস্রতা থেকে
আমাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তোল।
তোমার প্রতি আমাকে নতুন বিশ্বাস দাও।
আমাকে তোমার প্রজ্ঞার বাণীর সাথে সহভাগী কর,
যেন তার আমাকে শান্তির পথে পরিচালিত করে।
"ঈশ্বর আমাকে পরীক্ষা করে নিও আমার অন্তর,
আমায় বিশ্লেষণ করে জান আমার চিন্তাধারা,
দেখবে, যেন অনুসরণ না করি কোন অসৎ পথ,
শাশ্বত পথে তুমি আমাকে কর পরিচালনা।"
শেষ গান ঃ অন্তর মম বিকশিত কর

দ্বিতীয় পদ্ধতি

ভূমিকা

পরিচালক বা এনিমেটর হিসাবে কোন দলকে বাইবেলের উপর শিক্ষা দিতে চাইলে নিম্নের কাঠামোটি ব্যবহার করলে তা ফলপ্রসূতা লাভ করবে বেশী। তবে এ শিক্ষা পরিচালক বা এনিমেটরকে ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে।

যদি আপনি এনিমেটর হিসাবে বাইবেলের প্রথম অধ্যায় থেকেই শিক্ষা শুরু করতে চান তাহলে বিভিন্ন অধ্যায়ের উপর একটি মূলসুর বেছে নিতে হবে, যাকে ভিত্তি করে এ কাঠামো গত অনুশীলনমূলক শিক্ষাটি দিতে সহজ হবে। নীচে ৭টি মূলসুর প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু কাঠামো একই ঃ

১। তিনি তখন দেখলেন সবই উত্তম হয়েছে (আদি ১ অধ্যায়)
২। মানব জীবনের পতন (আদি ২ অধ্যায়)
৩। কেন পাপ (আদি ৩ অধ্যায়)
৪। আমি আমার ভাইয়ের রক্ষক (আদি ৪)
৫। ঈশ্বর প্রত্যেককেই গভীরভাবে যত্ন নেন (আদি ৬)
৬। গর্বই মানুষের পতনের কারণ (আদি ১১)
৭। তাদের নাম ধরে ঈশ্বর ডাকলেন (আদি ১২)

উপরোক্ত প্রতিটি প্রস্তাবিত মূলভাব নীচের একটি কাঠামোতেই চলবে। কাঠামোটি নিম্নরূপ ঃ

(এ পদ্ধতিটি সহভাগিতা দলের জন্য নয়। শুধু শিক্ষা অধিবেশনে ব্যবহার করলে ভাল হয়।)

১। আমাদের জীবনের দিক খুঁজে দেখি ঃ প্রস্তাবিত যে কোন মূলসুর-এর সাথে দৈনন্দিন জীবনের একটি স্পষ্ট ও পরিষ্কার ঘটনা খুঁজে নিন যার সাথে মূলসুর পরিষ্কার ভাবে ফুটে ওঠে। তবে বয়স অনুসারে ঘটনা বেছে নিলে ভাল।

২। বিবেকের সচেতনতা ঃ পরিচালকের কিছু প্রশ্ন করার মাধ্যমে প্রত্যেকজন ঐ ঘটনাটি মূলসুরের সাথে তুলনা করে নিজের ভাষায় তার প্রতিক্রিয়া ও মনোভাব প্রকাশ করবে।

৩। ঐশ বাণীর প্রতি আলোকপাত ঃ বাইবেলের এ ঘটনাটি সাধারণ আলোচনা এবং আলোচনার মাধ্যমে খ্রীষ্টভক্তগণ তাদের বিশ্বাসের মাধ্যমেও দিতে পারে।

৪। ধাপে ধাপে ঐশবাণীর গভীরে যাওয়া ঃ এখন বাইবেলের ঘটনাটি ধীরে ধীরে পাঠ করুন ও চিন্তা করুন যেন জীবনের ঘটনা ও বাইবেলের ঘটনার মিল খুঁজে পেতে পারেন।

৫। আমাদের জীবনের রূপান্তর বা পরিবর্তন ঃ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে নিজেকে মূল্যায়ন করা যে, ঘটনাটির আলোকে ও বাইবেল পাঠের ভিত্তিতে আমার কাজ কি ?

৬। আমাদের সাড়া বা সিদ্ধান্ত ঃ মূলসুরের সাথে সম্পর্ক রেখে জীবনের জন্য কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া।

৭। ঈশ্বরের সাথে মুখোমুখি হওয়া ঃ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রত্যেককেই এখন ঈশ্বরের সাথে প্রার্থনা করবেন।

তৃতীয় পদ্ধতি

গল্প বলা

শিশু, কিশোর, যুব ও যারা বাইবেল পড়তে পারে না তাদের সাথে এটি ব্যবহার করা যায়। সেটি হলো বাইবেলের যে কোন ঘটনাটিকে আরও সরস, কৌতুহল উদ্দীপক, বিস্ময়কর ভাব ও আকর্ষণীয় ভাবে বললে জনতার মন এ গল্পটির প্রতি নিবদ্ধ থাকবে। গল্পটি এমনভাবে শেষ করতে হবে যেন সকলে মনে করে আরও বাকী রয়ে গেছে অর্থাৎ ধীরে থেমে গেল। গল্প বলা শেষ হলে, এবার প্রশ্ন করুন ঃ এ ধরনের গল্প বাইবেল ও জীবনের সাথে মিলে কিনা ?

– যদি মিলে যায়, বাইবেলের সে পাঠটি পড়ে শুনান।
– পাঠ করার পর, কাউকে জীবনের একটি ঘটনা বলতে বলুন।
– এবার বাইবেলের ঘটনা ও জীবনের ঘটনাটি বিশ্লেষণ করুন।
– গল্পের আলোকে যে শাস্ত্র পাঠটি শুনলাম তাকে কেন্দ্র করে আমরা কি বুঝলাম ও শিক্ষা লাভ করলাম । (এটি শিক্ষাদান পদ্ধতিতে ব্যবহার করবেন)

গল্প বলার কায়দা কৌশল নিয়ে নীচে আলোচনা ও একটি উদাহরণ দেয়া হল ঃ

– শাস্ত্রপাঠ ঃ লুক ১২:১৩-২২

এক দেশে এক ধনী লোক ছিল। তার জমি-জমা ছিল প্রচুর। সব সময় সে শুধু ভাবত, কি করে অধিক সম্পত্তি করবে। যাতে তার অভাব না হয়। যেন সারা জীবন ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি ও চাকর-বাকর, দাস-দাসী খাটিয়ে নিশ্চিন্তে আরাম ও বিলাসিতায় দিন কাটাতে পারে। একবার দেখা গেল, তার জমিতে প্রচুর ফসল হয়েছে। তাই দেখে সে তো খুশীতে ও আনন্দে লাফ দিয়ে উঠল। মনের মধ্যে আত্ম-অহংকারে বিভোর, গ্রামের মধ্যে এবার তারই ফসল হয়েছে অত্যধিক। তখন সে একটু চিন্তায়ও পড়ে গেল যে, এখন সে কি করবে ? মনে মনে ভাবছে – এত ফসল তো কয়েক বছরেও আমি পাইনি, তাই এ ফসল জমিয়ে রাখাই ভাল; কিন্তু কই, সেই জায়গা তো আমার নেই ? তখন সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল যে, আমার যে কয়টা পুরানো গোলাঘর রয়েছে তা ভেঙ্গে আরও কিছু বড় করে কয়েকটা নতুন গোলাঘর তৈরী করব। সেখানেই আমার সব শস্য ও সম্পদ জমিয়ে রাখব। তখন বলব, ওহে, এবার তো অনেক ফসল পেয়েছ। সবাইকে ডেকে বলব ঃ খাও-দাও, স্ফূর্তি কর, চিন্তা ক'র না, আরাম কর, প্রতিদিন ভোজের আয়োজন কর, বড় বড় মেহমানদের নিমন্ত্রণ কর। এখন তো আমার চেয়ে বড় আর কেউ নেই। সম্পদ হওয়ার সাথে সাথে তার জীবন ও পরিবার থেকে প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিকতা চর্চাও পালিয়ে গেল। এখন শুধু ব্যস্ত মেহমান, ভোগ-

বিলাস নিয়ে। বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে ধনী লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। অনেক অনেক টাকা ব্যয় করেও তাকে সুস্থ করা গেল না। দু'সপ্তা পরে সে সবার মাঝ থেকে চির বিদায় নিল। পরিবারের সবাই দুঃখে ভেঙ্গে পড়ল।

মূল শিক্ষা ঃ যে লোক নিজের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে, অথচ পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে সে নিঃস্বই থেকে যায়, তা অমন দশাই ঘটবে।

এখন আলোচনা চলতে পারে বাস্তব জীবন ও বাইবেলের শাস্ত্রাংশ নিয়ে।

চতুর্থ পদ্ধতি

বাইবেলের বেশীর ভাগ ঘটনা "উপমা" রূপক ভাষা দিয়ে লেখা, সে কারণে যে কোন শিক্ষায় যদি প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তুলতে চান, তা হলে "কাগজ কাটা" (paper cutting method) ব্যবহার করতে পারেন। এ কারণে পরিচালককে অনেক প্রস্তুতি নিতে হবে।

পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ ঃ

পরিচালককে চিন্তা করতে হবে, কোন্ বিষয় ভক্তদের বুঝাতে চান, ঠিক সে ভাব নিয়ে ঘটনার সাথে মিল রেখে পাতলা শক্ত কাগজে (আর্ট পেপার ধরনের) বড় করে ছবি এঁকে তা কাঁচি দিয়ে কেটে ঘটনাটি বর্ণনা করুন ও ছবি লাগান (অর্থাৎ কোন্‌টির পর কি আসবে) চর্চা করে নিন।

ক্লাসের কাজ ঃ যখন আপনি ক্লাস দেবেন, তখন ধীরে ধীরে শাস্ত্র পাঠটি পাঠ করুন ও ধাপে ধাপে ছবিগুলো (আঁঠা বা টেপ) দিয়ে বোর্ডে লাগিয়ে দিন। আপনার কাজ শেষ হলে সবাইকে বলুন, নীরবে বোর্ডের দিকে তাকাতে যেন কিছু চিন্তা করে। বোর্ডের ঐ ছবিগুলো দেখে তাদের মনে কি প্রশ্ন হয়, জিজ্ঞাসা করুন।

যেহেতু ঘটনা "রূপক" উপমার মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে পরিচালক যতই পারেন – যেন জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। নতুবা শিক্ষা শুধু বর্ণনাই থেকে যাবে ভক্তদের অন্তরে কোন চেতনা দান করবে না। উদাহরণস্বরূপ, সরষে বীজের উপমা ।

১) বাহ্যিক জীবনের মধ্যে

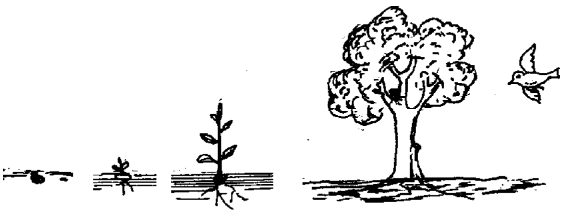

জীবনবাণী বিশ্বাসের বীজ বপন করা হয়েছে।

২) বিভিন্ন সংস্কার ও বাণীর মাধ্যমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩) বিভিন্ন সংস্কার ও বাণীর মাধ্যমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪) মাটির উপরে বিকশিত, প্রসারিত শাখা-প্রশাখায় পাখিদের বাস;

মাটির অভ্যন্তরে যা দেখা যায় না, মানুষের অভ্যন্তরে বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি পায়; তখন বাহ্যিক ভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের ও খ্রীষ্টীয় জীবনের দৃঢ়তা প্রকাশ পায় এবং অন্যেরাও এসে আশ্রয় নেয় ও অনুপ্রাণিত হয়।

পঞ্চম পদ্ধতি

বাইবেলের বিভিন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে ধর্মশিক্ষাদান

পবিত্র বাইবেলে এমন ব্যক্তির পরিচয় রয়েছে যার জীবন, কাজ দ্বারা আমরা অনেক কিছুই শিখতে পারি। সে কারণে যে ব্যক্তিকে বেছে নেবেন, তার ঘটনা বাইবেলে যে সুসমাচার বা পুস্তকে লেখা আছে, প্রথমে তা উত্তমরূপে পরিচালককে আয়ত্তে আনতে হবে। সাথে সাথে বাণীর পদগুলো লিখে নেবেন।

কিভাবে এ পদ্ধতি ব্যবহার করবেন ঃ

প্রথমে, যে ব্যক্তিকে নিয়ে ধর্মশিক্ষা দিবেন – তার একটি ছবি বোর্ডে সাটিয়ে দিন।

দ্বিতীয়, প্রশ্ন করুন, এটি কার ছবি, উনি কেমন ব্যক্তি ছিলেন ? কি কাজ করেছেন ? কি কি গুণ ছিল তার ? মুক্তির ইতিহাসে তার ভূমিকা কি ছিল ? উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। শেষ হলে, একটি মূলসুর বের করুন, সে ব্যক্তির জীবন থেকে তার কি শিখল।

তৃতীয়, ঐ ব্যক্তির জীবনের একটি বা দু'টি শাস্ত্র পাঠ করুন, যেটি সহজে বুঝতে পারবে। এখন শাস্ত্রাংশ নিয়ে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করুন। তাদের ঐ মূলসুরের সাথে মিলল কিনা, বের করুন।

চতুর্থ, এই ব্যক্তির জীবন থেকে তারা কি শিখল, যা তাদের জীবনে প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

পঞ্চম, এখন প্রার্থনা দিয়ে শিক্ষার আসর শেষ করুন।

উদাহরণস্বরূপ, ব্যক্তিদের নাম –

পুরাতন নিয়ম ঃ আব্রাহাম মোশী, শমূয়েল, দায়ুদ, যোনাথন

নূতন নিয়ম ঃ মারীয়া, যোসেফ, যোহন, নিকদীম, পিতর, পৌল, স্তেফান

সপ্তম পদ্ধতি

দলীয় গতিশীলতা

(Group Dynamics)

দলীয় গতিশীলতার পদ্ধতি দ্বারা বিভিন্ন সময়ে সেমিনার ও সম্মেলনে যুবকদের নিয়ে ধ্যান প্রার্থনা করা যায়। যার মাধ্যমে পরিচালক বেশী কথা না বলে অংশগ্রহণকারীদের দিয়ে করাতে হবে বেশী। সেখানে চিন্তা করতে শিখে, সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে, মনোযোগ থাকে। কারণ আজকের বাস্তবতায় যুবকেরা দীর্ঘক্ষণ প্রার্থনা করতেও চায় না এবং শুধুমাত্র এক তরফা কথাও শুনতে চায় না। তারা চায় সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই আসুন, নীচে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত গতিশীলতা বা Group Dynamics -এর আলাপ করা হলো ঃ

(ক) আমাদের জীবনক্রুশ

পূর্ব প্রস্তুতিস্বরূপ –

যখন বা যেদিন প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হবে তার পূর্বে সকল অংশগ্রহণকারীদের বলে দেয়া হবে যেন প্রত্যেকে একটি করে ক্রুশ তৈরী করে নিয়ে আসে। তা তৈরী করতে পারবে পাতা, কাঠ, কাগজ, ইত্যাদি দিয়ে। অথবা ঠিক অংশগ্রহণকারীদের আসনগ্রহণের পূর্ব মুহূর্তে বাহিরে পাঠিয়ে দেয়া। ক্রুশ নিয়ে বাহির থেকে ফিরে আসলে নিজের স্থানে বসবে। এবার পরিচালকের নির্দেশমত – এটা কিসের প্রতীক তা চিন্তা করবে ? তার জীবনে ক্রুশ (হতাশার, নিরাশার, ব্যর্থতার, দুঃখ-কষ্টের, অভাব, পরীক্ষায় ফেল...)। এবার যার যার ক্রুশ খুঁজে বের করা হলে, দু'জন করে মুখোমুখি হবে। এখন তারা একজন অন্যজনকে তার ক্রুশের কথা বলবে উভয়। "আমার ভাই আমার দায়িত্ব" -এ মনোভাব নিয়ে একজন অন্যজনের ক্রুশ গ্রহণ করে প্রার্থনা করবে। প্রার্থনা শেষ হলে, ঐ ক্রুশ বহন করে সবার সামনে গিয়ে তাদের হাতের ক্রুশ নিয়ে বড় একটি ক্রুশ তৈরী করে যীশুর চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়াবে। পরিচালক এবার জিজ্ঞেস করবে, ক্রুশের উপর তাদের কোন্ শাস্ত্র পাঠটি মনে পড়ে। তা খুলে পাঠ করবে। তা একের অধিকও হতে পারে। পরে সমবেত ভাবে একে অপরের হাত ধরে প্রভুর শেখানো প্রার্থনাটি আবৃত্তি করবে।

(খ) দৈনন্দিন জীবনে আমরা মরে যাই

পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ–

যতটি দল থাকে প্রত্যেক দলের জন্য একটি করে কাগজ প্রস্তুত করতে হবে। কাগজের উপর লেখা থাকবে "যে অন্ধকারে পথ চলছে, সে তো জানেই না যে কোথায় চলছে"। কাগজের মধ্যে একটি বড় কালো ক্রুশ আঁকা থাকবে। যার মাধ্যমে 'মৃত্যু' প্রতীকটি ফুটে উঠবে।

দলগত কাজ ঃ প্রথমে একটি গান ও প্রার্থনা দিয়ে শুরু করুন। দ্বিতীয়, যিনি পরিচালনা দেবেন, তিনি বুঝিয়ে দেবেন যে, আমরা যখন অন্ধকারে পথ চলি তখন আমাদের জীবনে আসে মৃত্যু। সেই ধরনের মৃত্যুর প্রতিরূপ কোন্ দিকগুলো আমাদের জীবনে রয়েছে, যা আমাদের স্বাভাবিক জীবনে বৃদ্ধি পেতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তা আমরা একটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করব। পরিচালক তা কাগজটিতে লিখবেন, তখন যদি কোন অনুতাপসূচক গান বা প্রার্থনা কেহ করতে চায়, তাও করতে পারে। বা কোন শাস্ত্র পাঠ মনে পড়রে তা-ও করতে পারে।

তৃতীয়, প্রত্যেকের কথা কাগজে লেখা হয়ে গেলে পর, প্রত্যেক জনের পাপের জন্য পাশের অন্য একজন ভাই প্রার্থনা করবে।

চতুর্থ, সমবেত প্রভুর প্রার্থনা বা ক্ষমা ভিক্ষা স্বরূপ অনুতাপ নিবেদন করা যায় এবং শেষ গান দিয়ে প্রার্থনা

অনুষ্ঠানাদি শেষ হবে।

(গ) যে কোন বস্তু ও পদার্থ নিয়ে জীবনের ধ্যান

প্রথমত, দলটিকে বাইরে যেতে বলেন – বাইরে গিয়ে জীবনের সাথে মিলে যাচ্ছে এমন কোন প্রতীক বস্তু বা পদার্থ খুঁজে নিয়ে আসবে। হতে পারে পাতা, শুকনো ডাল বা কাঠ, ফুল, মাটি, ইট, পাথর।

(ঘ) দৈনন্দিন জীবনে আমাদের পুনরুত্থান ঘটে।

নাটকের স্ক্রীপ্ট লেখা

(ক) 'তোমার রাজ্য আসুক প্রভু'

খালি মঞ্চে মৃদুকণ্ঠে নেপথ্যে গানটি শুরু হবে।

প্রথম → কয়েকজন যাবে শ্লোগানসহ হাতে ব্যানার নিয়ে। ব্যানারে লেখা থাকবে ঃ অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাঁচার মত বাঁচতে চাই (এরা মঞ্চ থেকে ফিরে আসলে দু'দলের মারপিটের দৃশ্য মঞ্চে দেখা যাবে...)

গান ঃ (চলতে থাকবে) **এই নিরাশার পৃথিবীতে, এই হতাশার পৃথিবীতে, এই বেদনার পৃথিবীতে তোমার রাজ্য আসুক...**

দ্বিতীয় → একটি গ্রামে রিলিফ বন্টন নিয়ে কোলাহলের দৃশ্য। কয়েকজন লোক মাতব্বরকে বলবে – 'আমি রিলিফ পাব না কেন ... ইত্যাদি রেষারেষির মনোভাব।

→ একজন গরীব মহিলা তার জমির দলিল নিয়ে যাবে গ্রামের মোড়লের কাছে

গান ঃ (চলতে থাকবে উচ্চস্বরে) **আমাদের মাঝে এত কোলাহল, এত রেষারেষি, এত বিভেদ, এত শোষণ, এত বেদনা আর তো কোনদিন ছিল না।**

তৃতীয় → সকালবেলার দৃশ্য →
স্ত্রী তার স্বামীকে বলবে ঃ ছেলেমেয়েদের স্কুলের বেতন দিয়ে যাও।

স্বামী ঃ সকালবেলা টাকা কোথায় পাব? টাকা কি গাছে ধরে? – এ কথা বলে স্বামী কাজে চলে যাবে।

ছেলেমেয়েরা ঘরে বসে মায়ের কাছে খাবার চায়। ঘরে খাবার নেই, স্কুলের বেতন চাবে, তা দিতে পারে না মা। দুঃখে-রাগে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মা। একসময় অতি দুঃখে ছেলেমেয়েদের মারতে থাকে।

স্বামী কাজে যাওয়ার পথে মাথা ঘুরে পথের মাঝে পড়ে যায়। লোকেরা ধরাধরি করে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাবে।

→ একদল মেয়ে কলেজে যাচ্ছে। মস্তানরা ছুরি ও পিস্তল দেখিয়ে সব ছিনতাই করে নিয়ে যাবে।

→ দু'জন ছেলে এক ভদ্রলোকের পকেট মারে।

গান ঃ (উচ্চস্বরে) **সকাল এখন আমাদের হয়...**

বাজার করতে গিয়ে সে তার পকেট খালি দেখবে আর কান্না-কাটি করবে। ...

চতুর্থ → গরীব লোকেরা খাবার ভিক্ষা করবে ঃ
বাবা গো, কিছু দেন, তিনদিন খাইনি।
খোঁড়া ছেলে-বাবা খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে ...

গান ঃ (উচ্চস্বরে) **ধুকে ধুকে কত মানুষ মরে ...**

পঞ্চম → এখন অন্ধ, ক্ষুদ্র, বন্দী, হাতে শিকল বন্দী, অসুস্থ, খোড়া, কালা – তারা একে একে মঞ্চে প্রবেশ করবে। যীশু আসবে – তখন সবাই চিৎকার করে বলবে ঃ প্রভু, আমাকে বাঁচান, প্রভু, আমাকে বাঁচান। যীশু সবাইকে স্পর্শ ক'রে সুস্থ করে তুলবে।

মৃদুকণ্ঠে ঃ (গান চলবে) **অন্ধকে তুমি ...**

শেষে সকলে মঞ্চে এসে গানটি করবে।

(খ) সেবা কর দুঃখীজনের সেতো তোর খ্রীষ্টসেবা

প্রথম দৃশ্য

(স্বর্গ থেকে একটি গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে আসবে)

– এ্যান, এ্যান !

এ্যান ঃ হ্যাঁ, এই যে আমি, কে ওখানে !

স্বর্গের কণ্ঠ ঃ আমি তোমার খ্রীষ্টপ্রভু ! আমি স্বর্গে এসেছি এবং এখন পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে বসা আছি। এ্যান, আমি কি আজ রাতে তোমার বাড়ীতে আসতে পারি, এবং কিছু খাওয়া-দাওয়া করতে পারব ?

এ্যান ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই প্রভু। আমি আপনাকে পেলে খুবই আনন্দিত হব। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, আমি আপনার জন্য সুন্দর খাওয়া প্রস্তুত করব। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল যে, আমার স্বামী বাড়ীতে নেই। সে-ও আপনাকে পেলে খুবই সুখী হতো। যাক, চিন্তা করবেন না, আমি আপনার প্রতি ভালভাবেই সেবা-যত্ন করতে পারব।

স্বর্গের কণ্ঠ ঃ খুব ভাল ! তা হলে আমি রাতে আসব, কেমন !

(এ্যান, তার সব ক্লান্তি ভুলে যায়, সবকিছু গোছানো, সাজানো শুরু করে। বাজার করে আনে, খুব সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করে, গোসল করে, কাপড়-চোপড় পরে প্রভুর আসার প্রতীক্ষায় থাকে।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

এ্যান : কয়টার সময় উনি আসবেন ? ছয়টায়, সাতটায় না আটটায় ? আহা, কে আবার বেল বাজালো, দেখি। *(এ্যান খুব তড়িঘড়ি করে দরজা খুলে দেখে, এক ভিক্ষুক হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে)*।

ভিক্ষুক : মাগো, ঈশ্বরের মহা দয়া। আমি এখন খুবই ক্ষুধার্ত। সারাদিনে আমি কিছুই খাইনি, মা !

এ্যান ঃ আমি ভিক্ষুকদের আতিথেয়তা করছি না। এখান থেকে চলে যাও। আমি একজন মহান অতিথির অপেক্ষায় আছি। আমি কোন বাধা-বিপত্তি চাই না।

ভিক্ষুক ঃ দয়া কর মা, এক টুকরা রুটি কি হবে না মা ! হয়তো, আপনার দুপুরের খাবার থেকে কিছু বেচে আছে, মা !

এ্যান ঃ তুমি আমার কথা একটুও বুঝতে পারছ না কেন ? আমি ভিক্ষুকদের আতিথেয়তা করি না। যাও, কাজ-কাম করে খাও। আমি একজন মহান অতিথির জন্য অপেক্ষা করছি। তুমি যদি তাড়াতাড়ি না যাও, তা হলে আমি কুকুর ছেড়ে দেব। *(তার মুখের উপর দরজাটি বন্ধ করে দিল এবং ঘরে গিয়ে বসে একটি ম্যাগাজিন নিয়ে পড়তে শুরু করল)*।

তৃতীয় দৃশ্য

(এ্যান কিছুক্ষণ বসতে বসতেই, হঠাৎ করে আবার বেল বেজে উঠল। সে দ্রুত উঠেই আশা নিয়ে দরজার কাছে গেল। এটা নিশ্চয়ই যীশু হবে। সে দরজা খুলল। একজন যুবতী মা দু'বছরের একটি শিশুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ্যান অনেকবার মহিলাটিকে রাস্তার পাশে দেখেছে। সে হয়তো কাছাকাছি কোথাও বাস করে - মহিলার সামনে নার্ভাস হয়ে দাঁড়ায়)।

যুবতী মা ঃ আপনি নিশ্চয় এ্যান। দিদি, আমি আপনাকে এই রাতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি বলে খুবই দুঃখিত। কিন্তু কি করব, শুধুমাত্র এই একটি ঘরেই আমি আলো জ্বলতে দেখেছি। আপনি কিছু সময়ের জন্য আমার শিশুটি দেখবেন। আমার বাবা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাকে খুব তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। দেরী হলে সর্বনাশ ঘটে যাবে। আমি আপনাকে রাস্তায় কতবার দেখেছি। আমার বাচ্চাটিও খুব বাধ্য, আপনাকে বিরক্ত করবে না। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত, দয়া করে, ওকে একটু কাছে রাখবেন।

এ্যান ঃ আপনি আমাকে কি ভেবেছেন ? একজন আয়া ? আপনি কি চান, আমার ঘরটি একটি শিশু পরিচর্যার কেন্দ্র হয়ে উঠুক বা একটি নার্সারি স্কুল হয়ে উঠুক ?

যুবতী মা ঃ না, মা, একেবারেই না ! কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে, কিছু সময়ের জন্য আমার বাচ্চাটিকে কাছে রাখতে আপনি কিছু মনে করবেন না। রোববার দিন আমি আপনাকে আপনার স্বামীর সাথে গীর্জায় দেখি। আমি আশা করেছিলাম, আপনি আমাকে অন্তত সাহায্য করবেন। চিন্তা করবেন না, আমি আপনার কষ্টের মূল্য দেব।

এ্যান ঃ আপনি আমার কাছ থেকে অনেক বেশী আশা করেছেন। আমি আজকের সারা বিকেল ধরে ব্যস্ত আছি। একজন মহান অতিথিকে স্বাগতম জানানোর অপেক্ষায় আছি। তাই আমি অন্য কোন ঝামেলার মধ্যে যেতে চাই না। আপনি আপনার বাচ্চাকে অন্য কোথাও রাখবার ব্যবস্থা করেন। বাচ্চা রাখার মত সময় এখন আমার নেই।

যুবতী মা ঃ এ্যানিদি, দয়া করুন, আমার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আপনাকে বাচ্চা রাখার লোক বানানোর ইচ্ছা আমার নয়। শুধু বিপদে পড়ে এবং এখন তেমন আর কাউকে পাচ্ছি না বলেই আপনার কাছে এ অনুরোধ করছি।

এ্যান ঃ আপনি আমার ধৈর্য পরীক্ষা করছেন। আমি পারব না এবং আপনার বাচ্চা আমি দেখাশোনা করতে চাই না। আমি এ মুহূর্তে কেবল আমার মহান অতিথির কথা ভাবছি, অন্য কিছু নয়। তাই আপনি অন্যত্র চেষ্টা করে দেখুন।

(এ্যান, তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয় এবং বসে অপেক্ষা করতে থাকে। ঘড়ি দেখে, রাত ৮:১৫ বেজে গেছে, সে ক্রমে বিরক্ত বোধ করছে)

চতুর্থ দৃশ্য

এ্যান ঃ (নিজের সাথে কথা বলছে) কখন যীশু আসবেন ? আশা করি তিনি আমাকে নিরাশ করবেন না ? না, আমি অন্তত যতটুকু তাঁকে জানি, তিনি অবশ্যই কথা রাখবেন। আমি নিশ্চিত যে, তিনি আসবেনই। সম্ভবত আসার পথে কোন রোগীকে দেখতে গেছেন। তার চেয়ে ভাল, বসে কিছুক্ষণ বাইবেল পড়ি।

(বাইবেল খুলে, শিষ্যচরিতের ৯:৩-৮ক পদ পড়ছে)।

এ্যান ঃ (পড়বে) পথ চলতে চলতে তিনি দামাস্কাসের বেশ কাছেই এসে গেছেন, এমন সময় হঠাৎ একটি আলো আকাশ থেকে নেমে এসে তাঁর চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং শুনতে পেলেন কার যেন কণ্ঠস্বর তাঁকে বলছে ঃ " সৌল, সৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ ?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আপনি কে প্রভু ?" উত্তর এল ঃ "আমি যীশু, যাকে তুমি নির্যাতন করছ ! এখন ওঠ, নগরে প্রবেশ কর। তোমাকে যে কী করতে হবে, সেখানেই তা বলে দেয়া হবে।" সৌলের সহযাত্রীরা অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ঃ সেই কণ্ঠস্বর শুনেও তারা কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। সৌল তখন মাটি থেকে উঠলেন; তাঁর চোখ খোলা, অথচ তিনি এখন কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না!"

পঞ্চম দৃশ্য

(কিছুক্ষণ পর... আবার বেল বেজে উঠল, এ্যান লাফ দিয়ে উঠল এবং দরজার কাছে দৌড় দিল)।

এ্যান ঃ নিশ্চয় যীশু ! এখন প্রায় ৮:৪৫

(আবারও সে দরজা খুলল। এক যুবতী মেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে, জীন্‌স্ এবং টি শার্ট পরা, পোশাক বেশী পরিষ্কার নয়। বয়সে তার মেয়ের বয়সী হবে। তার মেয়ের মুখের সাথে চেহারার কিছুটা মিল আছে।)

এ্যান ঃ কি চাও তুমি ?

যুবতী মেয়ে ঃ মাসীমা, আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি ? আমি টিনা। প্রায় পাঁচ-ছয় বছর ধরে আমি আপনার মেয়ের বান্ধবী ছিলাম। বাবা ঢাকায় ট্রান্সফার হয়ে যাওয়ায় সেই ছোটবেলায় আমরা সকলে তার সাথে সেখানে চলে যাই। দু'বছর হলো, আমি একটি চাকরী করছি এবং এখন আপনাদের রাজশাহীতে আছি। বুঝতে পারছিলাম না কোথায় যাব তখন হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়ে গেল। এই রাস্তায়, এ ঘরে শৈশবে কত খেলা করেছি। আমার মনে হয়, এখন আপনি আমাকে চিনতে পারছেন। আমি একটা সমস্যার মধ্যে পড়েছি,

আপনার সাহায্য চাই।

এ্যান ঃ ও সমস্ত কথা শুনে আমি কি করব । তোমার মনে রাখা উচিত যে, এখানে আমি কাজের মেয়েদের হোস্টেল খুলে রাখিনি।

যুবতী মেয়ে ঃ মাসীমা, দয়া করে আমাকে সব বলতে দিন। তিন বছর যাবৎ আমি যে সুন্দর যুবকের কথা ভাবতাম, তার সাথে আমার সম্পর্ক হয়েছিল। অবশ্য আমার অভিভাবকগণ তাকে পছন্দ করলেও তার দরিদ্রতার জন্য তেমন একটা খুশীও ছিল না। তার পড়াশুনার খরচ আমি চালাতাম। তিন দিন আগে আমি জানতে পারলাম, সে অন্য একটি মেয়েকে ভালবাসে। যখন আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, সে বলল যে, পরীক্ষা পাশের পর পরই ঐ মেয়েকে বিয়ে করবে। তার এ কথা আমার হৃদয়কে ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছে। আমি ঘরে গিয়ে ঘুমের বড়ি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ি। এ্যাম্বুলেন্স করে আমাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। আজ বিকাল চারটায় ডাক্তার আমাকে ডিসচার্জ করেছে। কিন্তু যখন আমি হোস্টেলে ফিরে আসি, তখন পরিচালিকা আমাকে জানিয়ে দিলেন, হোস্টেলের সুনাম নষ্ট করার জন্য হোস্টেলে আমাকে আর রাখা হবে না। মাসীমা, দয়া করে আজ রাতের মত আমাকে আপনার এখানে থাকতে দিন। কালকে আমি অন্যত্র জায়গা খুঁজে নেব। আমার ভাল চাকুরী আছে, মাসে ভাল বেতন পাই।

এ্যান ঃ দেখ বাছা, তোমার জন্য আমি কিছুই করতে পারব না। আমি তো সরাইখানা খুলে বসি নি। তোমার ভাল বেতন নিয়ে তুমি অন্য হোস্টেল খুঁজে নেও। আমি আজ এক মহান অতিথির অপেক্ষায় আছি। এখন তোমার মত মাদকাসক্ত একজন মেয়েকে নিয়ে আমার ভাববার সময় নেই।

৬ষ্ঠ দৃশ্য

এ্যান : কখন যীশু আসবেন, কখন আসবেন ! তিনি কেন এত দেরী করছেন।

স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বর ঃ

এ্যান ... এ্যান ...

এ্যান : এই তো সেই কণ্ঠস্বর, আমার পরিচিত ! আপনি কি আমার প্রভু যীশু ?

স্বর্গের কণ্ঠস্বর : হ্যাঁ, এ্যান তুমি ঠিকই চিনতে পেরেছ । আমি তোমাকেই ডাকছি ।

এ্যান : কেন আপনি রাতে আসেন নি খেতে ? সন্ধ্যা ৬টা থেকে আমার সব কিছুই প্রস্তুত ছিল। অনেক সময় ধরে আপনার জন্য অপেক্ষা করেছি।

স্বর্গের কণ্ঠ : আমার জন্য অপেক্ষা করেছ ! তিন তিনবার আমি বেল বাজিয়েছি। তিনবার আমি তোমার দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম কিন্তু প্রতিবারই আমি ফেরত গিয়েছি।

এ্যান : আপনি হয়ত ভুল ক'রে অন্য কোথাও বেল বাজিয়েছেন।

স্বর্গের কণ্ঠ : না, না, এ্যান। আমি তোমার ঘরের বেল বাজিয়েছি। আমি ভিক্ষুক ছিলাম যাকে তুমি দূর করে দিয়েছ, আমি যুবতী মা ছিলাম যিনি তোমাকে কয়েক ঘন্টার জন্য তার বাচ্চাকে তোমার হেফাজতে রাখতে চেয়েছিল। আমি ছিলাম টিনা, তোমার মেয়ের বান্ধবী। তুমি তো নিয়মিত বাইবেল পড়ে থাক। তুমি শেষ বিচারের দৃশ্যটি মনে করতে পার ?

পাঠক : মথি লিখিত সুসমাচার থেকে পাঠ – মথি ২৫:৩১-৪৬

স্বর্গ থেকে কণ্ঠ : প্রত্যেকেরই এমনিভাবে বিচার করা হবে যে, সে তার ভাইবোনদের জন্য কি করেছে। তাদের জন্যই আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম এবং একাকী বা উলঙ্গ, অসুস্থ এবং জেলে ছিলাম। সব লোকদের মাঝে আমি ভিক্ষুকের ন্যায় গরীব ছিলাম। আমি যুবতী মা ছিলাম যিনি তার বাচ্চার দেখাশুনার জন্য সাহায্য চেয়েছিলাম। আমি টিনা ছিলাম, থাকার জন্য একটা স্থান চেয়েছিলাম...।